এপল–আইবিএম মৈত্রী লক্ষ্যচ্যুত

আজম মাহমুদ

তিন গ্রীষ্ম আগে পুরাতন দুই বৈরী পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তাদের উভয়েরই দুই শত্রুকে পরাস্ত করতে। এপল-আইবিএম-এর সেই মরনাস্ত্রটি ছিল পাওয়ার পিসি। টার্গেট ছিল ইন্টেল প্রসেসরভিত্তিক পিসি ও তার সফটওয়্যার নির্মাতা মাইক্রোসফট।

দুই শক্তিমান শত্রুকে ঘায়েলের জন্য গোলা বারুদ পর্যাপ্ত মজুদ রাখার কৌশল হিসেবে তারা তাদের দলে নিয়েছিল অন্যতম চিপ নির্মাতা মটরোলাকে।

কিন্তু অতি সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ বলছে আইবিএম-এপলের সেই বহুল আলোচিত মৈত্রী এখন বিপথে ভেস্তে যাওয়ার পথে।

যদিও মার্চ থেকে এপল বিক্রী শুরু করেছে পাওয়ার পিসি কমপিউটার ; আইবিএম তাদের পাওয়ার পিসি ভিত্তিক মেশিন বাজারে ছেড়েছে চলতি অক্টোবরে কিন্তু উভয় কোম্পানীই তাদের উচ্চারিত প্রতিশ্রুতি বিশ্রুত হয়েছে এখন। সেই চমক সৃষ্ঠিকারী প্রতিশ্রুতিটি ছিল পাওয়ার পিসি হবে একটা একীভূত প্রযুক্তি 'প্ল্যাটফর্ম' যেটিতে পালাক্রমে এপল ও আইবিএম উভয় সফটওয়্যারই চালানো যাবে।

উভয় কোম্পানীর নির্বাহীরা এখন বিপাকগ্রস্থ মৈত্রী সম্পর্কে মুখ খুলতে নারাজ। তবে পৃথকভাবে তাড়া এটা নিশ্চিত করেছে যে সাধারণ ব্যবহারকারী ও কমপিউটার শিল্পকে ইন্টেল-মাইক্রোসফটের একটা বাস্তব ও যথার্থ বিকল্প উপহার দেওয়ার সেই প্রতিশ্রুতি যদি আদৌ কোনদিন বাস্তবায়িত হয়, তবে সেটি এখনো অন্ততঃ আরো এক বছর দূরে চেয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের ৮৫% পিসি আজ চলছে ইন্টেল– মাইক্রোসফট মানে।

বাজার বিশ্লেষকরা বলছে এপল-আইবিএম সেই সুযোগকে বিনষ্ট করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস ভিত্তিক কমপিউটার শিল্পের উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান ফরেষ্টার রিসার্চের প্রধান জর্জ কলোনী বলেন 'ইন্টেল-মাইক্রোসফট বাণিজ্য জোটকে প্রতিহত করার এটিই ছিল সর্বশেষ আশা, এবং সেটি আর হচ্ছে না।'

এটা সঠিক যে মটোরোলা ও আইবিএম-এর তৈরী পাওয়ার পিসি চিপ এপল ও আইবিএম মেশিন ছাড়াও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য ইলেক্ট্রনিক্সে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভিডিও গেম সিষ্টেম নির্মাতা গ্রী ডিও কোম্পানী সম্প্রতি বলেছে যে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সিষ্টেমের ভিত্তি হবে পাওয়ার পিসি।

এপল বলেছে যে, এ বছরের শেষ ন্যূনাদ দশ লক্ষ পাওয়ার পিসি মেকিনটোশ কমপিউটার বিক্রীর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জোর তৎপরতা চালিয়ে যাবে। আইবিএম ও তাদের আসন্ন পাওয়ার পিসি কমপিউটারের ব্যাপারে এতেই উচ্চাশা পোষণ করছে।

তবে এপল ও আইবিএম মেশিনসমূহে ব্যবহৃত হবে পৃথক গোত্রের সফটওয়্যার এবং আইবিএম-এপল যৌথ প্রকল্প টেলিজেন্টের যে অভিন্ন সফটওয়্যার অপারেটিং সিষ্টেম বের করার কথা ছিল তা শেষ করা যায়নি। এই সফটওয়্যার সূত্র (টুলস) এখনো সম্পূর্ণ না হওয়ায় যে সব সফটওয়্যার ডেভেলপাররা ওয়ার্ড প্রসেসর, স্প্রেডশীট, ডাটাবেজ ইত্যাদি এ্যাপলিকেশন প্যাকেজ প্রোগ্রাম তৈরী করতে পারছেনা। এগুলো ছাড়া একটা অপারেটিং সিষ্টেম নিরর্থক। এই প্রকল্পে দুই কোম্পানী এত দূরত্বে অবস্থান করছে যে পাওয়ার পিসির জন্য এপল যে নতুন অপারেটিং সিষ্টেম ৭.৫ ছেড়েছে এই চিপ ভিত্তিক অন্যান্য কমপিউটার নির্মাতাদের জন্য তাতে আইবিএমকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে কিনা তা এখনো বলছেনা এপল।

কমপিউটার শিল্প থেকে সিষ্টেম ৭.৫-এর লাইসেন্সিং কৌশল নিয়ে আনাড়িপনায় বিরাট অভিযোগ উঠেছে এপলের বিরুদ্ধে। এপলের অর্পিত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এটিও রয়েছে যে তাইওয়ানের এসার কোম্পানী ও জাপানের তোসিবা কোম্পানী এই সিষ্টেম ভিত্তিক পাওয়ার পিসি কমপিউটারসমূহ কেবল মাত্র তাদের দেশে বিক্রী করতে পারবে, অন্য কোন দেশে নয়।

ওদিকে আইবিএম তাদের OS/2 অপারেটিং সিষ্টেমের ওপর নতুন করে গুরুত্ব প্রদান শুরু করেছে। গত কয়েক বছরে ভালো বাজার পায়নি OS/2। কিন্তু সম্প্রতি অনেকটা সময় ও অর্থ ব্যয় করেছে সম্পূর্ণ নতুন ভার্সন বাজারে ছাড়ার কথা, যেটি কমপিউটার বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা পেয়েছে, যারা এটিকে পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়েছে। আইবিএম এই নতুন OS/2 কে বাজারজাত করা ও প্রচারণার পেছনে প্রায় দু'হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে বলে জানান তাদের পারসোনাল সফটওয়্যার বিভাগের প্রধান লি রেইসউইগ।

এই নতুন OS/2 ব্যবহৃত হবে কেবলমাত্র ইন্টেল মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক পিসিতে। তবে এক বছরের মধ্যে পাওয়ার পিসির জন্য একটি OS/2 আইবিএম ছাড়তে পারবে বলে আশা করছে। সেটি বের না হওয়া পর্যন্ত এবং এপলের সিষ্টেম ৭.৫-এর লাইসেন্স না পাওয়া পর্যন্ত আইবিএম পাওয়ার পিসি মেশিন সমূহ চলবে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ এনটি অথবা কমপিউটার শিল্প অর্জনের ইউনিক্স সফটওয়্যারের আইবিএম ভার্সন দিয়ে যেটি মূলত ব্যবহার করে থাকে প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ্ এবং কমপিউটার বিজ্ঞানীরা।

এ থেকে এখন পরিস্কারভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে যে পাওয়ার পিসির উন্নয়ন নিয়ে আইবিএম এবং এপল কেবল সহযোগিতাই বন্ধ করেনি, পাওয়ার পিসির সামঞ্জস্যহীন হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার নিয়ে তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে পাবে অচিরেই।

কমপিউটার শিল্পের সাপ্তাহিক সাময়িকি ইনফোওয়ার্ল্ডের সম্পাদক ষ্টুয়ার্ট এলসোপের মতে এপল-আইবিএম মৈত্রী হচ্ছে 'মৃত মস্তিস্ক' বা 'ব্রেইন ডেড'। তিনি বলেন 'একটি বিশাল শিল্পে কোটি কোটি টাকার বাজার তারা হাত ছাড়া করছে ইন্টেল ও মাইক্রোসফটের কাছে।'

সম্প্রতি এক সম্পাদকীয়তে তিনি আইবিএমকে তার পাওয়ার পিসি কমপিউটার ছাড়াকে বিলম্বিত করতে আহবান জানান, এই যুক্তিতে যে বাজারে এই মেশিনের এত নগন্য সংখ্যক সফটওয়্যার রয়েছে যে কেউ কিনবেনা এই মেশিন।

অনেক কমপিউটার বিশেষজ্ঞ এখনো বিশ্বাস করেন যে, এপলের সফটওয়্যার যাদুর সাথে যদি আইবিএম-এর হার্ডওয়্যার নির্মাণ শক্তিমত্তার সম্মেলন ঘটে তবে সেই জোট হবে অজেয়।

পাওয়ার পিসি প্রকল্পটি মূলত গঠিত হয়েছিল যে ভাবধারার ওপর ভিত্তি করে সেটি হচ্ছে ১৯৯১ সালের গোড়ায় চালু করা RS-6000 ওয়ার্কষ্টেশনের সাফল্য। RISC বা Reduced Instruction Set Computing স্থাপত্যের চিপ ভিত্তিক এই পরিশীলিত ওয়ার্কষ্টেশনটি আইবিএম তৈরী করে প্রকৌশলী ও অন্যান্য উচ্চক্ষমতা প্রত্যাশী ব্যবহারকারীদের জন্য। RS-6000 এর আইবিএম ডিজাইনার ফিল হেষ্টার আইবিএম-এর তদানিন্তন উচ্চপদস্থ নির্বাহী জ্যাক কোহেলারকে রাজি করান যে অন্য ধরনের কমপিউটারে RISC চিপের প্রয়োগ সাফল্য আনতে পারে। এভাবেই জন্ম হলো পাওয়ার পিসি চিপের।

ইন্টেল কিন্তু এখনকার মতই পরিহার করে চলেছে RISC প্রযুক্তিকে, চিপতৈরীর প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে। ●

বিশেষ ঘোষণা

ডঃ মফিজ চৌধুরী স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতার ১ম পর্ব এবং ২য় পর্বে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বিজয়ীকে পত্র মারফত স্থান ও তারিখ যথা সময়ে জানিয়ে দেয়া হবে।

স. ক. জ.

দ্রুত কমপিউটার জগৎ পেতে হলে

'কমপিউটার জগৎ' বের হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঢাকায় পাওয়া যায়–

নিউ মডেল লাইব্রেরী- বেইলী কমপ্লেক্স, উত্তরা;
জ্ঞান কোষ-সোবহানবাগ মসজিদের নীচে;
মোস্তফা বুক ষ্টল-কলাবাগান বাস ষ্ট্যান্ড;
মনা নিউজ কর্ণার-পিজি হাসপাতালের নীচে;
অনুপম জ্ঞানভান্ডার-ঢাকা ষ্টেডিয়াম (দোতলা);
সাগর পাবলিশার্স-নিউ বেইলী রোড;
সৃজনী-কমলাপুর রেল ষ্টেশন, ঢাকা।

কমপিউটার শেখার জন্য পড়ুন

১। কমপিউটার হাতে খড়ি।
২। কমপিউটার জগৎ ডিবেজ III প্লাস ও ফোর।
৩। সহজ পদ্ধতিতে ওয়ার্ড পারফেক্ট ৫.১।

লেখক ঃ
মোঃ আব্দুল মালেক খান
সুলভ মূল্যে আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।